দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বরিশাল বিভাগ বনাম বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের অবহেলিত স্থান দক্ষিণাঞ্চল তথা বরিশাল বিভাগ। বর্তমানে বৃহত্তর বরিশাল প্রশাসনিক হিসেবে বিভাগের মর্যাদা পেলেও আশানুরূপ সেখানে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে না। বরিশালের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যাপারে সব সময়ই একটা বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী, সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও শিল্প কলকারখানা স্থাপনে তেমন কোন অগ্রগতি দেখা যায় না। যাহা এদেশের সুকলেই অবগত।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় এক কোটি জনগণের দীর্ঘদিনের দাবী বরিশালে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য। বর্তমানে দেশের বরিশাল বিভাগ ব্যতীত ৪টি বিভাগের প্রত্যেকটিতে একাধিক করে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তার মধ্যে ঢাকা বিভাগেই ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান। কিন্তু আজও বরিশালে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়নি। যা বৃহত্তর বরিশালবাসীর উপর বিমাতাসুলভ আচরণেরই শামিল।

একটা স্বাধীন-দেশের নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আমরা বসবাস করছি। যেখানে দেশের সংবিধানে সকল অঞ্চলের জনগণের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিতে সমানাধিকার এবং সকল জনগণের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত। সেক্ষেত্রে বরিশালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা শুধু দাবী নয়, এটা বরিশালবাসীর প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার। দক্ষিণাঞ্চল তথা বরিশাল বিভাগের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ন্যায্য এ দাবীকে বারবার উপেক্ষা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, এ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে খুলনা বিভাগ (খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া ও বৃহত্তর বরিশালসহ) প্রতিষ্ঠা করা হলেও সেখানে রাতারাতি কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েনি। দীর্ঘদিনের আবেদন নিবেদন ও বহু সংগ্রামের ফলস্বরূপ হিসাবে অবশেষে প্রায় ৩ যুগ পরে খুলনা বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। তদ্‌রূ বৃহত্তর বরিশাল সদ্য বিভাগ ঘোষিত হলেও বরিশালে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এখনও সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। তাই বরিশালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না হলে দেশে একটা চরম বৈষম্য থেকে যায়। এক্ষেত্রে সরকারের উচিত এ বৈষম্য দূর করে অচিরেই বরিশালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

বৃহত্তর বরিশালে বিশ্ববিদ্যালয় না থাকায় দক্ষিণাঞ্চলের বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার পাদপীঠ। একটা দেশের অগ্রগতি বা উন্নয়নে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। সেক্ষেত্রে দক্ষিণাঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, কুষ্টিয়া ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করতে হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে অনেক অভিভাবকই তাদের ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করাতে পারছে না। এ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ভাগ অনুযায়ী দেশের এক-পঞ্চমাংশ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। কাজেই বৃহত্তর বরিশালের ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার, জাতীয় সংসদের মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী ও মাননীয় সংসদ সদস্য/সদস্যাবৃন্দের নিকট আমাদের আকুল আবেদন বরিশালে যথাশীঘ্রই একটি পূর্ণাংগ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ একটি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, একটি মহিলা ক্যাডেট কলেজ, একটি সরকারী আইন কলেজ, একটি সরকারী কমার্স কলেজ ও শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা হোক।

এসএম রেজাউল কবির পল্টু, আহবায়ক, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটি, ১২/এ, আর,কে, মিশন রোড, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১২০৩।